কার্পাসডাঙ্গা কবরস্থান মোড়ে

কাঁথা ব্যবসায়ীদের মধ্যে

সংঘর্ষে আহত ২

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা কবরস্থান মোড়ে আজ বুধবার
বিকাল ৫ ঘটিকার সময় নকশীকাঁথা ব্যবসায়ীদের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় করাকে কেন্দ্র করে বাকবিতন্ডা সৃষ্টি হয়।এবং একপর্যায়ে সংঘর্ষে রূপ নেয়।

এই সংঘর্ষে দুই জন আহত। আহতদের মধ্যে কার্পাসডাঙ্গা কলোনি পাড়ার মৃত আলী আহমেদ ছেলে শফিউদ্দিন (৪০), কার্পাসডাঙ্গার মিজানুর রহমানের ছেলে রাজু (৩৫) আহত হন। আহতদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। তাৎক্ষণিক কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ফাঁড়িতে খবর গেলে এস আই ইমরান হোসেন ও এ এস আই মোসলেম উদ্দিন সহ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে তারা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত পুলিশ সূত্রে জানা গেছে কোনো পক্ষ হতে কোনো অভিযোগ দাখিল হয়নি। অভিযোগ হলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দ্রুত পুলিশের হস্তক্ষেপে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য উভয়পক্ষকে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে চলার জন্য বলেন।

আলমডাঙ্গায় দুই মোটরসাইকেল সংঘর্ষে আহত- ৩

আলমডাঙ্গার বিনেতপুর দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে ৩ যুবক গুরুতর আহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৮ টার দিকে আলমডাঙ্গা- জামজামি সড়কের বিনেতপুর মাঠের নিকট সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন- জামজামি ইউনিয়নের ভদুয়া গ্রামের হান্নানের ছেলে রুবাই (২৬), জামজামি গ্রামের জাহাঙ্গীর আলমের ছেলে সালাম (২৫),ইবি থানার রসুনপুর গ্রামের রজব আলীর ছেলে তুহিন (২৭)।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে মোটরসাইকেল যোগে খালাতো ভাই রসুনপুর গ্রামের তুহিনকে সাথে নিয়ে বাড়ি ফিরছিলো। এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা ভদুয়া গ্রামের দু’যুবক মোটরসাইকেল যোগে বিনেতপুর মাঠে পৌঁছালে দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে দুই মোটরসাইকেলের ৫ জনই আহত হলেও ৩ জনের অবস্থা আশঙ্কা জনক হওয়ায় স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে একটি প্রাইভেট হাসপাতালে ভর্তি করেন।

মুজিবনগরে প্রাইভেটকার-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে আহত ৩ জন

মুজিবনগরে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে মোটরসাইকেল এবং প্রাইভেটকারের ভয়াবহ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে।

আজ শুক্রবার বেলা সাড়ে বারোটার দিকে এর সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীদের সূত্রে জানা গেছে মেহেরপুরের দিক থেকে ইন্ডিয়ান একটি ইয়ামাহা আর এক্স মোটরসাইকেল করে তিনজন দ্রুত গতিতে মুজিবনগরের দিকে যাচ্ছিল এ সময় মুজিবনগরের দিক থেকে একটি প্রাইভেট কারের সাথে

মেহেরপুর-মুজিবনগর সড়কের মুজিবনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। সংঘর্ষে প্রাইভেটকারটি দুমড়ে মুচড়ে যায় এবং মোটরসাইকেলটি ভেঙ্গে প্রাইভেট কারের নিচে চলে যায়।

এসময় সড়কের উপরে ছিটকে পড়ে রক্তাত্ব আহত হয় মোটর সাইকেলের তিন আরোহী কুষ্টিয়া জেলার খলিশাকুন্ডি নসিমদ্দির ছেলে তুষার (২৫) আনোয়ার হোসেনের ছেলে শাহজাহান (৩০) এবং সুরত আলীর ছেলের জীবন (১৮)। স্থানীয়রা এবং মুজিবনগর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের

সদস্যরা তাদেরকে উদ্ধার করে মুজিবনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়।

জানা গেছে, প্রাইভেটকারটির নম্বর ঢাকা মেট্রো গ ২৫-২৫১৩। এর মালিক মেহেরপুর এসএসসি ৯৯ ব্যাচের একটি অনুষ্ঠান যোগদিয়ে মেহেরপুরের দিকে যাচ্ছিল।

মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডা: আবু সাইদ জানান, আহতদের মধ্যে সাজাহান ও জীবনের অবস্থা আশংকাজনক। তাদেরকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

মুজিবনগরে পূর্ব শত্রুতার জেরে সংঘর্ষ আহত-৩

পূর্ব শত্রুতার জেরে মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালি ইউনিয়নের রসিকপুর গ্রামের রসিকপুর ব্রিজে সংঘর্ষে তিনজন গুরুতর আহত হয়েছে।

শনিবার সন্ধ্যায় রসিকপুর ব্রীজে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। আহতরা হলো রসিকপুরের খোকন শেখের ছেলে মানিক(১৬), শামসুদ্দোহা শেখের ছেলে, মোঃ শানমন (১৮) এবং মজিদুলের ছেলে টোকন (২১)। গুরুতর আহত টোকনের মাথায় ৯ টা সেলাই দিয়েছেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। তারা মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা জানা যায়, আহত তিনজন মোটরসাইকেল যোগে রশিদপুর ব্রিজে পৌঁছালে আগে থেকে উৎপাতে থাকা বাগবান গ্রামের বাবলুর ছেলে বনি আমিন (২০), কাউস উদ্দিনে ছেলে লুৎফর (১৭), সবুজ(১৮), আলতাফের ছেলে কাউস উদ্দিন (৩৫) এবং সাকিব(১৬) দেশীয় অস্ত্র লাঠি ও রড নিয়ে আক্রমন করে। এ সময় উভয় পক্ষের সংঘর্ষে আক্রমণকারী বনি আমিনও আহত হয়। তার মাথায় ৫ টি সেলাই দিয়েছেন কর্তব্যরত চিকিৎসক।

বাগোয়ানের সাবেব ইউপি সদস্য কমরউদ্দিন ও রশিকপুরের ইউপি সদস্য পানু শেখ ঘটণার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান করোনা কলীন সময়ে

স্কুলে পড়া অবস্থায় এক সংঘর্ষের জেরে আজকে পুনরায় রসিকপুর ব্রীজে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী রাসেল বলেন, ‘ঘটনাটি সম্পর্কে পুলিশ অবগত আছে, উভয়পক্ষের দুইজন গুরুতর আহত হয়েছে, তবে এখনো পর্যন্ত কোনো লিখিত অভিযোগ আসেনি । লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেলে পুলিশ আইনগত ব্যবস্থা নেবে।’

গাংনীতে খাস জমিতে ঘর বানানোকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে, আহত-৩

গাংনী উপজেলার পিরতলা গ্রামে সরকারি খাস জমিতে ঘর বানানোকে কেন্দ্র করে সৃষ্ঠ সংঘর্ষে উভয় পক্ষের নারীসহ ৩ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। আহতদের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আজ সোমবার (১ মে) সকালের দিকে পিরতলা গ্রামের পশ্চিমপাড়া এলাকায় এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে।

আহতরা হলেন, আইনাল হোসেনের স্ত্রী শিল্পী খাতুন (২৫), ছিদ্দিক আলীর ছেলে লিমন হোসেন (১৮) ও অপরপক্ষের আলতাব হোসেনের ছেলে মাহফুজ হোসেন (২৮)।

আহতদের মধ্যে লিমন হোসেন ও শিল্পী খাতুনকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও মাহফুজ হোসেনকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আহত শিল্পী খাতুন জানান, ১ শতক সরকারি খাস জমিতে আমি ঘর তৈরী করছিলাম। এসময় প্রতিপক্ষ মাহফুজ হোসেন তাতে বাধা দিয়ে আমার উপর হামলা করে।

অপরদিকে মাহফুজ হোসেন বলেন, লিমন একজন মাদকাসক্ত। তাই মাদক সেবন

করে এসে আমার উপর হামলা চালিয়েছে।

এঘটনায় উভয় মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে জানান তারা।

কার্পাসডাঙ্গায় মৎস্য আড়েৎ মাছ ক্রয় করা’কে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ

গতকাল দামুড়হুদা কার্পাসডাঙ্গার শান্তি হালদারের মৎস্য আড়েৎ মাছ ক্রয় করা’কে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষ হয়। না গেছে মদনা ইউনিয়নের মদনা গ্রামের মো: আব্দুলা পিতা আব্দুল জলিল ও কার্পাসডাঙ্গা কোমরপুর গ্রামের আব্দুল কাদের পিতা এড়েং এর ছেলে সকাল ৯ ঘটিকার সময় মাছ ডাকা’কে কেন্দ্র করে হাতাহাতি হয়, এক পর্যায়ে উভয়পক্ষ মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছিলো।

পরবর্তীতে সন্ধা ৭ টার দিকে কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবদুল করিম বিশ্বাস উভয়পক্ষ’কে ডেকে সমঝোতা করে দেয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন কার্পাসডাঙ্গা বাজার দোকান মালিক সমিতির সভাপতি আলমগীর রাসেল, সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজ কচি, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদুর রহমান (মুকুল), ইউনিয়ন পরিষদের ৪ নং ওয়ার্ড সদস্য ও প্যানেল চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান মন্টু, আওয়ামী লীগ নেতা আক্তারুজ্জামান, ফারুক হোসেন, ইসরাফিল, এবং ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সানাউল কবির(শিরিন) সহ স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ।

কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবদুল করিম বিশ্বাস উভয়পক্ষকে হাতে হাত মিলিয়ে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে ব্যবসা চালিয়ে যেতে বললেন। চেয়ারম্যান এই মহৎ উদ্যোগে মদনা ও কার্পাসডাঙ্গা কোমপুরে উভয়পক্ষই সন্তুষ্ট এবং চেয়ারম্যান’কে সাধুবাদ জানায়।

কোটচাঁদপুরে দুই মটর সাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ১ আহত ২

দুই মটর সাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার কোটচাঁদপুরের কাগমারি বাওড়ের অফিসের সামনে এ ঘটনা ঘটে । এতে ১ জন মারা গেলেও আশংকা জনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে আরো ২জন।

প্রতিবেশী আনিসুর রহমান বলেন, কোটচাঁদপুরের কাগমারি পশ্চিম পাড়ার বাসিন্দা আশাদুল ইসলাম (৫০)ও রবজেল মন্ডল। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে বাড়ি থেকে বের হয়ে কোটচাঁদপুরে আসছিলেন।

এ সময় সামনে থেকে আরেকটি মটর সাইকেল চলে আসে। ঘটে মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা। এতে করে গুরুতর আহত হয় দুই মটর সাইকেলের ৩ জন।

যার মধ্যে আশাদুল ইসলাম,রবজেল মন্ডল ও তবি মন্ডল। এরমধ্যে আশাদুল ইসলাম ও রবজেল মন্ডলের অবস্থা আশংকা জনক ছিল। তাদেরকে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক যশোর হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

ওই ঘটনায় মারা যায় আশাদুল ইসলাম, সে ওই গ্রামের শামসুদ্দিন দপ্তরির জামাই। অন্যদিকে রবজেল মন্ডলের অবস্থা আশংকা জনক বলে জানিয়েছেন তাঁর স্বজনরা। সে বর্তমানে যশোর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। রবজেল কাগমারি গ্রামের নজির মন্ডলের ছেলে।

ওই ঘটনায় আহত তবি মন্ডল চিকিৎসা নিচ্ছেন কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে। সে কাগমারি গ্রামের মফিজুর রহমানের ছেলে।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার ডিউটিরত উপপরিদর্শক (এসআই) শারমিন আক্তার বলেন,বিষয়টি গতকাল কেউ কোন অভিযোগ করেছেন কিনা আমার জানা নাই। তবে আজ কেউ কোন অভিযোগ করেনি।

জীবননগরে আলমসাধু পাওয়ার ট্রিলার মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত -১

জীবননগরে আলমসাধু পাওয়ার ট্রিলার মুখোমুখি সংঘর্ষে ১জন নিহত হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টার দিকে জীবননগর উপজেলার মনোহরপুর শিমুলতলা নামক স্থানে এই দূর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ছানোয়ার হোসেন (৪৫) জীবননগর উপজেলার মনোহরপুর ইউনিয়নের কালা গ্রামের মৃত বদর উদ্দিনের ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, নিহত ছানোয়ার জীবননগর থেকে পাওয়ার ট্রিলার যোগে গরু নিয়ে শিয়ালমারী যাচ্ছিলেন বিপরীত দিক থেকে আসা দুরত্ব গতির আলমসাধু মনোহরপুর শিমুলতলা নামক স্থানে পৌছালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ইঞ্জিন চালিত পাওয়ার ট্রিলারকে ধাক্কা দেয়। ইঞ্জিন চালিত পাওয়ার ট্রিলারের উপর থাকা ছানোয়ার হোসেন সড়কের উপর ছিটকে পড়ে পাওয়ার ট্রিলারে চাকায় পিষ্ট হয়ে মারাত্মক ভাবে আহত হন।

এ সময় স্থানীয় জনগণ তাকে উদ্ধার করে জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কতব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

জীবননগর থানার অফিসার ইনচাজ (ওসি) মোঃ আব্দুল খালেক বলেন,নিহত ছানোয়ার গরু বিক্রি করার জন্য পাওয়ার টিলারে করে গরু নিয়ে শিয়ালমারী বাজারে যাচ্ছিল এ সময় অসাবধনতার কারনে সে টিলারের উপর থেকে পড়ে যায় এবং তার মৃত্যু হয় ।

তবে এ বিষয়ে নিহতের পরিবারের কোন অভিযোগ না থাকায় লাশ তার পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

দামুড়হুদায় অবৈধ ট্রাক্টর পাখি ভ্যান ও আলম সাধুর সংঘর্ষে স্কুলছাত্রীসহ আহত ৪

দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর শেখ ইট ভাটার সামনে অবৈধ ট্রাক্টর পাখি ভ্যান ও আলম সাধু মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে আলম সাধু চালক ও পাখি ভ্যানে থাকা যাত্রীসহ ৪জন গুরুতর আহত হয়েছে।

আহতরা হলেন, দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের জয়রামপুর গ্রামের মৃত দবির উদ্দিনের ছেলে ভ্যান চালক নাসির উদ্দিন (৫৫), জাহিদুল ইসলামের মেয়ে সুমাইয়া খাতুন (১২), শফিউর রহমানের মেয়ে শেফা খাতুন (১২)ও কাদিপুর গাংপাড়া গ্রামের মকবুল হোসেনের ছেলে আলম সাধু চালক হোসাইন (১৮)।

বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে তাদেরকে স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে প্রথমে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হইতে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে উন্নত চিকিৎসার জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে জরুরী বিভাগের কর্তব্যরত ডাক্তার, ওয়াহেদ মাহমুদ রবিন প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে আলম সাধু চালকের অবস্থা আশঙ্কাজনক হাওয়ায় রাজশাহী রেফার্ড করেন, পাখি ভ্যানের যাত্রী সুমাইয়া খাতুন কে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করে রাখেন। পাখি ভ্যান চালক নাসির উদ্দিন ও পাখি ভ্যানের যাত্রী মোছাম্মৎ সেফা খাতুন কে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছাড়পত্র প্রদান করেন।

স্থানীয়রা সূত্রে জানা যায়, দামুড়হুদা অভিমুখ হইতে আসছিলো অবৈধ ট্রাক্টর, দর্শনা অভিমুখ হইতে আসছিলো আলম সাধু ও জয়রামপুর থেকে পাখি ভ্যান চালক দুইজন স্কুলছাত্রী নিয়ে দামুড়হুদায় আসছিলো এই সময় হাউলী ইউনিয়নের জয়রামপুর শেখ ইট ভাটার সামনে পৌছালে একটি অবৈধ ট্রাক্টর অন অভিজ্ঞ ড্রাইভার পাখি ভ্যান ও আলম সাধুর সামনাসামনে ধাক্কা মারে । এতে আলম সাধু চালক, পাখি ভ্যান চালক সহ যাত্রীরা ছিটকে পাকা রাস্তায় পড়ে গুরুতর আহত হয়।

স্থানীয় লোকজন তাদেরকে উদ্ধার করে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। কর্তব্যরত চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে রেফার্ড করেন। অবৈধ ট্রাক্টর ড্রাইভার ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গেলেও ট্রাক্টরটি দামুড়হুদা মডেল থানা হেফাজতে নেন পুলিশ।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ফেরদৌস ওয়াহিদ বলেন, দূঘটনার খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থানে যায়,আহত ৪ জনকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।ট্রাক্টরটি আমাদের হেফাজতে রয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক নূর জাহান রুমি বলেন, দুইজনের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে, একজনকে হাসপাতালে ভর্তি রাখা হয়েছে,অপর একজন আশংকাজনক হওয়ায় রাজশাহী রেফার্ড করা হয়েছে।

দামুড়হুদা লোকনাথপুরে ট্রাক-ইজিবাইক মুখোমুখি সংঘর্ষ, শিশুসহ আহত-৫

দামুড়হুদা উপজেলার লোকনাথপুরে ট্রাক ও ইজিবাইক মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে ইজিবাইকে থাকা শিশুসহ পাচ যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছে।

আহতরা হলেন, দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা পৌর এলাকার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের মৃত. জালাল উদ্দিনের ছেলে (ইজিবাইক চালক) সাইফুল ইসলাম (৩৭), দামুড়হুদার রুদ্রনগর গ্রামের জমির উদ্দিনের স্ত্রী শুকতারা বেগম (৪০), কাদিপুর গ্রামের মৃত. আলী হোসেনের ছেলে রোকন (৩০), রোকনের ছেলে রুহিন (৫) ও একই উপজেলার গোবিন্দপুর গ্রামের আমিরুল ইসলামের ছেলে জিহাদ আলী (১৮)।

রবিবার বিকাল সাড়ে ৩ টার দিকে তাদেরকে উদ্ধার করে প্রথমে

দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া তিনজনকে ভর্তি করে অপর দুইজন ব্যক্তিকে গুরুত্বর আহত হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য কর্তব্যরত চিকিৎসক ডঃ মখলেছুর রহমান তাদেরকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

স্থানীয়রা সূত্রে জানা যায়, দামুড়হুদা থেকে ইজিবাইকে কয়েকজন যাত্রী নিয়ে নিজ কাজের জন্য দর্শনায় যাচ্ছিল। এই সময় লোকনাথপুর বাজারে পৌছালে বিপরীত থেকে আসা (যার নং কুষ্টিয়া -ট ১১-০২৮০) একটি ট্রাক এসে ইজি বাইকের সামনাসামনে ধাক্কা মারে । এতে ইজিবাইক চালক সহ যাত্রীরা ছিটকে পাকা রাস্তায় পড়ে গুরুতর আহত হয়। খবর পেয়ে দর্শনা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা তাদের উদ্ধার করে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। কর্তব্যরত চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে রেফার্ড করেন। ট্রাক ড্রাইভার ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গেলেও ট্রাকটি দামুড়হুদা মডেল থানা হেফাজতে নেন পুলিশ।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ফেরদৌস ওয়াহিদ বলেন, দূরঘটনার খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থানে যায়,আহত ৫ জনকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে রের্ফাড করা হয়েছে।ট্রাকটি আমাদের হেফাজতে রয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক নূর জাহান রুমি বলেন, তাদের শারীরিক অবস্থা শঙ্কামুক্ত কিনা এখনি বলা সম্ভব নয়। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে ভর্তি করা হয়েছে। সার্জারি কনসালটেন্ট চিকিৎসক পরবর্তী চিকিৎসা দেবেন। ২৪ ঘন্টা না যাওয়া পর্যন্ত কিছু বলা যাচ্ছে না।